একত্রিংশতি অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান

এই অধ্যায়ে যদুবংশীয়গণ সহ পরমেশ্বর ভগবানের নিজধামে প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ ধামে প্রত্যাবর্তন করেছেন, দারুকের নিকট থেকে এই খবর জানতে পেরে বসুদেব সহ অবশিষ্ট দ্বারকাবাসীগণ অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে অনুশোচনা করতে করতে তাঁকে খুঁজতে নগরের বাইরে গমন করেছিলেন। যে সমস্ত দেবগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাপূর্তির জন্য তাঁর লীলার সহায়তা করতে যদুবংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা ভগবানের অনুগমন করে তাঁদের নিজ নিজ ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ভগবানের নিজের জন্য একটি জীবন এবং কার্যকলাপ সৃষ্টি ও সেইসমস্ত কিছুর সমাপ্তি ঘটানো—এ সবই অভিনেতার অভিনয়ের মতো মায়ার কৌশল মাত্র। বাস্তবে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং তারপর পরমাত্মারূপে তিনি তার মধ্যে প্রবেশ করেন। শেষে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি তাঁর নিজের মধ্যে প্রত্যাহার করে নিয়ে, স্বমহিমায় বাহ্যলীলা সম্বরণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে বিহ্বল হয়েও তাঁর প্রতি ভগবান প্রদত্ত বিভিন্ন নির্দেশাবলী স্মরণ করে অর্জুন নিজেকে শান্ত করেছিলেন। অর্জুন তারপর তাঁর প্রয়াত আত্মীয়-স্বজনদের জন্য পিণ্ডদান আদি ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। সেই সময় ভগবানের নিজনিবাস ব্যতীত সমগ্র দ্বারকাপুরীকে সমুদ্র গ্রাস করে। যদুবংশের অবশিষ্ট সদস্যগণকে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে এসে, বজ্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। এই সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ পরীক্ষিৎকে তাঁদের সিংহাসনে উপবিষ্ট করে মহাপ্রস্থানে গমন করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ তত্রাগমদ্ ব্রহ্মা ভবান্যা চ সমং ভবঃ ।
মহেন্দ্রপ্রমুখা দেবা মুনয়ঃ সপ্রজেশ্বরাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর; **তত্র**—সেখানে; **আগমৎ**—এসেছিলেন; **ব্রহ্মা**—শ্রীব্রহ্মা; **ভবান্যা**—তার সঙ্গিনী ভবানী; **চ**—এবং; **সমম্**—সেই সঙ্গে; **ভবঃ**—শ্রীমহাদেব; **মহা-ইন্দ্র-প্রমুখা**—ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ; **দেবাঃ**—দেবগণ; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **স**—সহ; **প্রজা-ঈশ্বরাঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের প্রজাপতিগণ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—তখন মহাদেব, তাঁর সঙ্গিনী ভবানী, ঋষিগণ, প্রজাপতিগণ এবং ইন্দ্র প্রমুখ সমস্ত দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীব্রহ্মা প্রভাসে উপনীত হন।

শ্লোক ২-৩

পিতরঃ সিদ্ধগন্ধর্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ ।
চারণা যক্ষরক্ষাংসি কিন্নরাপ্সরসো দ্বিজাঃ ॥ ২ ॥
দ্রষ্টুকামা ভগবতো নির্যাণং পরমোৎসুকাঃ ।
গায়ন্তশ্চ গৃণন্তশ্চ শৌরেঃ কর্মাণি জন্ম চ ॥ ৩ ॥

পিতরঃ—পিতৃপুরুষগণ; সিদ্ধ-গন্ধর্বাঃ—সিদ্ধ এবং গন্ধর্বগণ; বিদ্যাধর-মহা-উরগাঃ—বিদ্যাধর এবং মহাসর্পগণ; চারণাঃ—চারণগণ; যক্ষ-রক্ষাংসি—যক্ষ এবং রাক্ষসগণ; কিন্নর-অপ্সরসঃ—কিন্নর এবং অপ্সরাগণ; দ্বিজাঃ—মহান পক্ষীগণ; দ্রষ্টু-কামাঃ—দর্শনে অভিলাষী; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; নির্যাণম্—অন্তর্ধান; পরম-উৎসুকাঃ—অত্যন্ত আগ্রহী; গায়ন্তঃ—গাইতে গাইতে; চ—এবং; গৃণন্তঃ—প্রশংসা করে; চ—এবং; শৌরেঃ—ভগবান শৌরির (কৃষ্ণ); কর্মাণি—কার্যকলাপ; জন্ম—জন্ম; চ—এবং।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের অন্তর্ধান-লীলা দর্শনের অভিলাষে পরম আগ্রহী হয়ে পিতৃপুরুষগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর এবং মহাসর্প, আর সেই সঙ্গে চারণগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, কিন্নরগণ অপ্সরাগণ এবং গরুড়দেবের আত্মীয়গণ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আগমনকালে এই সমস্ত ব্যক্তিগণ বিভিন্নভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং কর্মের মহিমা কীর্তন করছিলেন।

শ্লোক ৪

ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিমানাবলিভির্নভঃ ।
কুর্বন্তঃ সঙ্কুলং রাজন্ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ॥ ৪ ॥

ববৃষুঃ—বর্ষণ করেছিলেন; পুষ্প-বর্ষাণি—পুষ্পবৃষ্টি; বিমান—বিমানের; অবলিভিঃ—বহুসংখ্যায়; নভঃ—আকাশ; কুর্বন্তঃ—করেছিলেন; সঙ্কুলম্—পরিপূর্ণ; রাজন্—হে পরীক্ষিৎ মহারাজ; ভক্ত্যা—ভক্তি সহকারে; পরময়া—দিব্য; যুতাঃ—সমন্বিত।

অনুবাদ

হে রাজন, তাঁরা বিমানসমূহে একত্রিত হয়ে পরম ভক্তিসহকারে তাঁরা সেখানে আকাশ থেকে পুষ্প বর্ষণ করছিলেন।

শ্লোক ৫

ভগবান্ পিতামহং বীক্ষ্য বিভূতীরাত্মনো বিভুঃ ।
সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ ॥ ৫ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; পিতামহম্—পিতামহ ব্রহ্মা; বীক্ষ্য—দর্শন করে; বিভূতীঃ—ঐশ্বর্যময় প্রকাশসমূহ; আত্মনঃ—তাঁর নিজের; বিভুঃ—সর্ব শক্তিমান ভগবান; সংযোজ্য—নিবিষ্ট চেতনা; আত্মনি—নিজের মধ্যে; চ—এবং; আত্মানম্—তাঁর চেতনা; পদ্মনেত্রে—তাঁর পদ্মনেত্রদ্বয়; ন্যমীলয়ৎ—মুদ্রিত করেছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর সম্মুখে ব্রহ্মাণ্ডের পিতামহ ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁর নিজের ঐশ্বর্যময় প্রকাশ, অন্যান্য দেবগণকে দর্শন করে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান নিজের মধ্যে তাঁর মনকে নিবিষ্ট করে তাঁর পদ্মনেত্রদ্বয় মুদ্রিত করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদি দেবগণের অনুরোধে, তাঁর সেবক দেবগণের রক্ষার্থে ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করবেন বলে তাঁদের প্রার্থনায় উত্তর প্রদান করেছিলেন। এখন দেবগণ ভগবানের সম্মুখে উপনীত হয়ে, প্রত্যেকেই তাঁকে তাঁদের নিজ নিজ লোকে নিয়ে যেতে চাইছেন। এই সমস্ত অসংখ্য সামাজিক দায়-দায়িত্ব থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে ভগবান তাঁর চক্ষু মুদ্রিত করলে, তাঁকে দেখে মনে হল তিনি যেন সমাধিস্থ হলেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, অলৌকিক ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্তিশূন্য হয়ে কীভাবে মরজগৎ ত্যাগ করতে হয়, যোগীদের তা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চক্ষু মুদ্রিত করেছিলেন। শ্রীব্রহ্মাসহ সমস্ত দেবগণ হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক প্রকাশ, তা সত্ত্বেও ইহলোক ত্যাগ করার সময় আমাদের মনকে পরমেশ্বর ভগবানে নিবিষ্ট করতে হবে—সেই ব্যাপারে আরও গুরুত্ব আরোপ করার জন্য ভগবান তাঁর চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করেছিলেন।

শ্লোক ৬

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্ ।
যোগধারণয়াগ্নেয্যাদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্ ॥ ৬ ॥

লোক—সমস্ত লোকের; **অভিরামাম্**—পরম আকর্ষণীয়; **স্ব-তনুম্**—তাঁর নিজের দিব্য শরীর; **ধারণা**—সমস্ত সমাধির; **ধ্যান**—এবং ধ্যান; **মঙ্গলম্**—মঙ্গল দ্রব্য; **যোগ-ধারণয়া**—অলৌকিক সমাধির দ্বারা; **আগ্নেয্যা**—আগুনে নিবিষ্ট করে; **অদগ্ধ্বা**—দগ্ধ না করে; **ধাম**—ধাম; **আবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করেছেন; **স্বকম্**—স্বীয়।

অনুবাদ

সর্ব জগতের সর্বাকর্ষক বিশ্রাম স্থল এবং সমস্ত প্রকার ধ্যান এবং মননের বিষয়, ভগবানের দিব্য শরীর, আগ্নেয়ী নামক অলৌকিক ধ্যানের প্রয়োগে দগ্ধ না করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বীয় ধামে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

দেহ ত্যাগের মুহূর্ত নির্ধারণে শক্তিপ্রাপ্ত যোগী আগ্নেয়ী নামক যৌগিক ধ্যানের মাধ্যমে তাঁর দেহ থেকে অগ্নি নির্গত করে পরলোক গমন করতে পারেন। তেমনই দেবগণ বৈকুণ্ঠ ধামে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় এই অলৌকিক অগ্নির উপযোগ করেন। কিন্তু পরমপুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন যোগী বা দেবগণের মতো বদ্ধজীব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কেননা ভগবানের নিত্য চিন্ময় রূপ হচ্ছে সমস্ত কিছুর অস্তিত্বের উৎস, *লোকাভিরামাং স্বতনুম্* বাক্যটির দ্বারা সেইকথাই সূচিত হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীর হচ্ছে সমগ্র জগতের আনন্দের উৎস। *ধারণা-ধ্যান-মঙ্গলম্* শব্দটি সূচিত করে যে, যাঁরা ধ্যান এবং যোগাভ্যাসের মাধ্যমে পারমার্থিক উন্নতিকামী, তাঁরা ভগবানের রূপের ধ্যানাভ্যাসের মাধ্যমে সর্বপ্রকার মঙ্গল প্রাপ্ত হতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরের কেবলমাত্র চিন্তা করলেই যোগীরা মুক্ত হতে পারেন, তাহলে সেই শরীর নিশ্চয় জড় নয় এবং তাই তা কোনও জাগতিক অলৌকিক অগ্নি অথবা অন্য কোনরূপ অগ্নির দ্বারা দাহ্যবস্তু নয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একাদশ স্কন্ধের, চতুর্দশ অধ্যায়ের সাঁইত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন—*বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্ রূপং মমৈতদ্ ধ্যান-মঙ্গলম্*, অর্থাৎ "অগ্নির মধ্যে সমস্ত ধ্যানের মঙ্গলময় বস্তু, আমার রূপের ধ্যান করা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য রূপ যদি অগ্নির মধ্যে উপস্থিত থাকে, তাহলে অগ্নি সেই রূপকে কীভাবে প্রভাবিত করবে? এইভাবে ভগবানকে অলৌকিক যোগ সমাধিতে প্রবিষ্ট হচ্ছেন বলে মনে হলেও, *অদগ্ধ্বা* শব্দটি সূচিত করে যে, ভগবানের শরীরের বিশুদ্ধ চিন্ময়তাহেতু, দগ্ধ হওয়ার পদ্ধতি ব্যতিরেকে, প্রত্যক্ষভাবে তিনি স্বীয় বৈকুণ্ঠধামে প্রবেশ করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রদত্ত এই শ্লোকের ভাষ্যেও এই ব্যাপারে বিষদভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৭

দিবি দুন্দুভয়ো নেদুঃ পেতুঃ সুমনসশ্চ খাৎ ।
সত্যং ধর্মো ধৃতির্ভূমেঃ কীর্তিঃ শ্রীশ্চানু তং যযুঃ ॥ ৭ ॥

দিবি—স্বর্গে; দুন্দুভয়ঃ—দুন্দুভি; নেদুঃ—নাদ করেছিল; পেতুঃ—পতিত হয়েছিল; সুমনসঃ—পুষ্প সকল; চ—এবং; খাৎ—আকাশ থেকে; সত্যম্—সত্য; ধর্মঃ—ধর্ম; ধৃতিঃ—বিশ্বস্ততা; ভুমেঃ—ভূমি থেকে; কীর্তিঃ—খ্যাতি; শ্রীঃ—সৌন্দর্য; চ—এবং; অনু—অনুসরণ করে; তম্—তাঁকে; যযুঃ—তাঁরা গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সত্য, ধর্ম, বিশ্বস্ততা, খ্যাতি এবং সৌন্দর্য অবিলম্বে তাঁকে অনুসরণ করেছিল। স্বর্গে দুন্দুভি শব্দিত এবং আকাশ থেকে পুষ্প বর্ষিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, সমস্ত দেবগণের আনন্দে মেতে উঠার কারণ হচ্ছে, তাঁরা প্রত্যেকেই ভাবছিলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের নিজ নিজ লোকে আগমন করছেন।

শ্লোক ৮

দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যা ন বিশন্তং স্বধামনি ।
অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতাঃ ॥ ৮ ॥

দেব-আদয়ঃ—দেবগণ এবং অন্যেরা; ব্রহ্ম-মুখ্যাঃ—ব্রহ্মা ইত্যাদি; ন—না; বিশন্তম্—প্রবেশ করছেন; স্ব-ধামনি—তাঁর স্বীয় ধামে; অবিজ্ঞাত—অজ্ঞাত; গতিম্—তাঁর গমন; কৃষ্ণম্—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; দদৃশুঃ—তাঁরা দেখেছিলেন; চ—এবং; অতিবিস্মিতাঃ—অত্যন্ত চমৎকৃত।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধামে প্রবেশ, অধিকাংশ দেবগণ এবং ব্রহ্মাদি অন্যান্য উচ্চস্তরের জীবগণ দর্শন করতে পারেননি, কেননা তিনি তাঁর গমন প্রকাশ করেননি। কিন্তু তাঁদের কেউ কেউ তা দর্শন করে অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

সৌদামন্যা যথাকাশে যান্ত্যা হিত্বাভ্রমণ্ডলম্ ।
গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ ॥ ৯ ॥

সৌদামন্যাঃ—বজ্রের; **যথা**—ঠিক যেমন, **আকাশে**—আকাশে; **যান্ত্যাঃ**—গমন রত; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **অভ্র-মণ্ডলম্**—মেঘরাজি; **গতিঃ**—গমন; **ন লক্ষ্যতে**—নির্ধারণ করা যায় না; **মর্ত্যৈঃ**—মরণশীল গণের দ্বারা; **তথা**—তেমনই; **কৃষ্ণস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **দৈবতৈঃ**—দেবগণ কর্তৃক।

অনুবাদ

সাধারণ মানুষ যেমন মেঘ নিসৃত বজ্রপাতের গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে না, তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধাম প্রত্যাবর্তনের গমনপথ দেবগণ নির্ণয় করতে পারেননি।

তাৎপর্য

বজ্রপাতের আকস্মিক গমনপথ দেবগণ দর্শন করতে পারেন কিন্তু মনুষ্যগণ পারেন না। তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আকস্মিক প্রস্থান তাঁর বৈকুণ্ঠবাসী ঘনিষ্ঠ পার্ষদগণ বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু দেবগণ পারেননি।

শ্লোক ১০

ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্তে তু দৃষ্ট্বা যোগগতিং হরেঃ ।
বিস্মিতাস্তাং প্রশংসন্ত স্বং স্বং লোকং যযুস্তদা ॥ ১০ ॥

ব্রহ্ম-রুদ্র-আদয়ঃ—ব্রহ্মা, রুদ্র এবং অন্যেরা; **তু**—কিন্তু; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **যোগ-গতিম্**—অলৌকিক শক্তি; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **বিস্মিতাঃ**—আশ্চর্যান্বিত; **তাম্**—সেই শক্তি; **প্রশংসন্ত**—প্রশংসা করে; **স্বম্ স্বম্**—প্রত্যেকে তাঁর স্বীয়; **লোকম্**—জগৎ; **যযুঃ**—গমন করেছিলেন; **তদা**—তখন।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা এবং শ্রীমহাদেব আদি কয়েকজন মাত্র ভগবানের অলৌকিক শক্তি কীভাবে কাজ করছে, তা নির্ধারণ করতে পেরে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। সমস্ত দেবগণ ভগবানের অলৌকিক শক্তির প্রশংসা করে তাঁরা নিজ নিজ লোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই জগতে দেবগণ আক্ষরিক অর্থে সর্বজ্ঞ হলেও তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির গতিবিধি উপলব্ধি করতে পারেননি। এইভাবে তাঁরা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা
মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য ।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে
সংহৃত্য চাত্মমহিনোপরতঃ স আস্তে ॥ ১১ ॥

রাজন্—হে পরীক্ষিৎ মহারাজ; **পরস্য**—পরমেশ্বরের; **তনু-ভৃৎ**—দেহধারী জীবের মতো; **জনন**—আবির্ভাব; **অপ্যয়**—এবং তিরোভাব; **ঈহা**—কার্যকলাপ; **মায়া**—তাঁর মায়াশক্তির; **বিড়ম্বনম্**—মিথ্যাপ্রদর্শন; **অবেহি**—তোমার বোঝা উচিত; **যথা**—ঠিক যেমন; **নটস্য**—অভিনেতার; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করে; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **অনুবিশ্য**—এতে প্রবেশ করে; **বিহৃত্য**—ক্রীড়া করে; **চ**—এবং; **অন্তে**—শেষে; **সংহৃত্য**—প্রত্যাহার করে; **চ**—এবং; **আত্ম-মহিনা**—নিজের মহিমার দ্বারা; **উপরতঃ**—বিরত হয়ে; **সঃ**—তিনি; **আস্তে**—থাকেন।

অনুবাদ

প্রিয় রাজন, তোমার বোঝা উচিত যে, দেহধারী বদ্ধজীবের মতো পরমেশ্বরের আবির্ভাব এবং তিরোভাব হচ্ছে অভিনেতার অভিনয়ের মতো তাঁর মায়াশক্তি কর্তৃক প্রদর্শিত একটি দৃশ্য। এই জগৎ সৃষ্টি করার পর, তিনি এর মধ্যে প্রবেশ করেন, কিছুকালের জন্য এটি নিয়ে ক্রীড়ারত থাকেন, এবং শেষে তা গুটিয়ে নেন। তারপর ভগবান প্রাপঞ্চিক অভিব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত হয়ে তাঁর স্বীয় দিব্য মহিমায় অধিষ্ঠিত থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে যাদবগণের মধ্যে তথাকথিত যুদ্ধটি আসলে ছিল ভগবানের লীলাশক্তির প্রদর্শন, কেননা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদগণ সাধারণ বদ্ধ জীবের মতো কখনও সাধারণ জন্ম মৃত্যু সমন্বিত নন। সেটিই যদি সত্য হয়, তবে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং নিশ্চয় জাগতিক জন্মমৃত্যুর ঊর্ধ্বে, সেই কথাই এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

'*নটস্য*' "একজন অভিনেতা অথবা যাদুকর" শব্দটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আমাদের নিকট মৃত্যুর কৌশল প্রদর্শনকারী কোন একজন যাদুকরের গল্প বলেছেন, সেটি নিম্নরূপ—

"একজন মহান রাজার সম্মুখে একদিন বেশ কিছু মূল্যবান বস্তু, রত্ন, মুদ্রা ইত্যাদি রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে একজন যাদুকর এসে তা থেকে একটি রত্নহার নিয়ে রাজাকে বললেন, 'আমি এখন এই হারটি নিচ্ছি, আপনি এটি পাবেন না।'

এবং তিনি হারটিকে অদৃশ্য করে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন, 'এখন আমি এই স্বর্ণমুদ্রাটি গ্রহণ করছি, আপনি এটিও পাবেন না,'—বলে তিনি স্বর্ণমুদ্রাটিকে অদৃশ্য করলেন। তারপর রাজার প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ঐ যাদুকর সাতহাজার অশ্বকে অদৃশ্য করে দেন। তারপর তিনি এমন ইন্দ্রজাল শুরু করলেন যে, রাজার সন্তানাদি, পৌত্র, পৌত্রীগণ, ভ্রাতৃগণ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ একে অপরকে আক্রমণ করছেন এবং তার ফলে ভয়ানক কলহ করে সকলেই প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। রাজা সেই বিশাল সভাগৃহে তাঁর সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে যাদুকরের এই সমস্ত কথা শুনছিলেন এবং একই সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করছিলেন যে, তাঁর সম্মুখে এই সমস্ত কিছুই সংঘটিত হচ্ছে।

তারপর, যাদুকর বললেন 'হে রাজন, আমি আর বাঁচতে চাই না। আমি যাদু শেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার গুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমি একটি অলৌকিক ধ্যানযোগও শিখেছি। পবিত্র স্থানে ধ্যান করে মানুষের দেহত্যাগ করার কথা, আর আপনি যেহেতু অনেক পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছেন, আপনি স্বয়ং একজন পবিত্র তীর্থ। অতএব, আমি এখন এখানে দেহত্যাগ করব'।

এই কথা বলে সেই যাদুকর উপযুক্ত যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে নিজেকে প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধিতে নিবিষ্ট করে নীরব হলেন। এক মুহূর্ত বাদে, তাঁর শরীর থেকে দাউ দাউ করে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে তাঁকে ভস্মীভূত করে। তারপর যাদুকরের স্ত্রীগণ বিরহ ব্যথায় উন্মত্ত প্রায় হয়ে শোক করতে করতে সেই অগ্নিতে প্রবেশ করেন। তিন-চারদিন পরে, যাদুকর তাঁর নিজের রাজ্যে প্রবেশ করে, তাঁর এক কন্যাকে রাজার নিকট প্রেরণ করেন। কন্যাটি তাঁকে বলল, 'হে রাজন, আমি এইমাত্র আপনার প্রাসাদে এসেছি, এবং আমার সঙ্গে অদৃশ্যভাবে আপনার সমস্ত পুত্রগণ, পৌত্রগণ এবং ভ্রাতৃগণকে সুস্থ শরীরে, আর সেই সঙ্গে আপনি যে সমস্ত রত্নাদি এবং অন্যান্য বস্তু দান করেছিলেন, সেগুলিও ফিরিয়ে এনেছি। সুতরাং আপনি অনুগ্রহ করে আপনার সম্মুখে প্রদর্শিত এই যাদু—কৌশলের জন্য আপনার মনোমত উপযুক্ত পারিতোষিক আমায় প্রদান করুন।' এইভাবে সাধারণ যাদুকরের দ্বারাও জন্ম মৃত্যু প্রদর্শিত হতে পারে।"

অতএব এটি বোঝা কঠিন নয় যে, পরমেশ্বর ভগবান প্রকৃতির নিয়মের ঊর্ধ্বে হলেও তিনি তাঁর মায়াশক্তি প্রদর্শন করেন, যাতে সাধারণ মূর্খ লোকেরা ভাববে যে, ভগবান মানুষের মতো দেহত্যাগ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বীয় নিত্যরূপে তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে সেকথা প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১২

মর্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং
ত্বাং চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্ ।
জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ
কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্মৃগয়ুং সদেহম্ ॥ ১২ ॥

মর্ত্যেন—মনুষ্য দেহেই; **যঃ**—যে; **গুরুসুতম্**—তাঁর গুরুপুত্র; **যম-লোক**—যমলোকে; **নীতম্**—আনা হয়েছিল; **তাম্**—তুমি; **চ**—এবং; **আনয়ৎ**—ফিরিয়ে এনেছিলেন; **শরণদঃ**—আশ্রয় দাতা; **পরম-অস্ত্র**—পরম অস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা; **দগ্ধম্**—দগ্ধ; **জিগ্যে**—তিনি জয় করেছিলেন; **অন্তক**—যমদূতদের; **অন্তকম্**—স্বয়ং মৃত্যু; **অপি**—এমনকি; **ঈশম্**—ভগবান শিব; **অসৌ**—তিনি, শ্রীকৃষ্ণ; **অনীশঃ**—অক্ষম; **কিম্**—কিনা; **স্ব**—তাঁর নিজের; **অবনে**—রক্ষণাবেক্ষণে; **স্বঃ**—বৈকুণ্ঠ জগতে; **অনয়ৎ**—এনেছিলেন; **মৃগয়ুম্**—শিকারি; **সদেহম্**—একই দেহে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুপুত্রকে সেই দেহেই যমলোক থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, এবং তুমি যখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হচ্ছিলে তখন পরম রক্ষকরূপে তিনি তোমায় রক্ষা করেছিলেন। যমদূতগণের মৃত্যু স্বরূপ ভগবান শিবকেও তিনি যুদ্ধে জয় করেছিলেন, এবং জরা নামক শিকারিকে তিনি মনুষ্য দেহেই বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করেছিলেন। তাহলে এইরূপ ব্যক্তি স্বয়ং কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবেন?

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পৃথিবী থেকে অন্তর্ধানের বর্ণনায় শোকাতুর পরীক্ষিৎ মহারাজ এবং শুকদেব গোস্বামী নিজেদের বিরহ ব্যথা প্রশমনের জন্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে মৃত্যুর প্রভাব থেকে বহু উর্ধ্বে তা প্রমাণ করতে এখানে বেশ কয়েকটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। গুরুদেবের (সান্দীপনি মুনি) পুত্রকে মৃত্যু অপহরণ করলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে সেই দেহেই ফিরিয়ে এনেছিলেন। তেমনই, ব্রহ্মের শক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করতে পারে না, কেননা পরীক্ষিৎ মহারাজ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হলেও তিনি ভগবান কর্তৃক সহজেই রক্ষিত হয়েছিলেন। বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে মহাদেব সুস্পষ্টরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পরাস্ত হয়েছিলেন, এবং শিকারি জরা তার সেই দেহেই বৈকুণ্ঠলোকে প্রেরিত হয়েছিল। মৃত্যু হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তির এক নগণ্য বিস্তৃতি মাত্র এবং তা স্বয়ং ভগবানের উপর

কোনভাবেই কার্যকরী হতে পারে না। যে সমস্ত ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের দিব্য স্বভাব সম্বন্ধে যথার্থই অবগত, তাঁরা এই সমস্ত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ১৩

তথাপ্যশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়ে-
ষ্বনন্যহেতুর্যদশেষশক্তিধৃক্ ।
নৈচ্ছৎ প্রণেতুং বপুরত্র শেষিতং
মর্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্ ॥ ১৩ ॥

তথা অপি—তা সত্ত্বেও; **অশেষ**—সমস্ত সৃষ্ট জীবের; **স্থিতি**—স্থিতিকালে; **সম্ভব**—সৃষ্টি; **অপ্যয়েষু**—এবং লয়; **অনন্য-হেতুঃ**—একমাত্র কারণ; **যৎ**—যেহেতু; **অশেষ**—অশেষ; **শক্তি**—শক্তিসমূহ; **দৃক্**—সম্পন্ন; **ন ঐচ্ছৎ**—তিনি ইচ্ছা করেননি; **প্রণেতুম্**—রাখতে; **বপুঃ**—তাঁর দিব্য শরীর; **অত্র**—এখানে; **শেষিতম্**—অবশিষ্ট; **মর্ত্যেন**—এই মরজগতে; **কিম্**—কী প্রয়োজন; **স্ব-স্থ**—তন্নিবিষ্টগণ; **গতিম্**—গতি; **প্রদর্শয়ন**—প্রদর্শন করে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসীম শক্তির অধিকারী, তিনি স্বয়ং সৃষ্টি, স্থিতি এবং অসংখ্য জীবের বিনাশের একমাত্র কারণ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি কেবল এই জগতে আর দেহধারণ করে থাকতে চাননি। এইভাবে তিনি আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের গতি প্রকাশ করেছিলেন এবং এই জড়জগৎ যে অত্যাবশ্যকভাবে মূল্যবান কোন কিছু নয় তা প্রদর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পতিত জীবদের রক্ষা করার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেও তিনি মানুষকে ভবিষ্যতে অনর্থক এখানে ঘুরে বেড়াতে উৎসাহিত করতে চাননি। অন্যভাবে বলা যায়, যত সত্বর সম্ভব আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সম্পূর্ণ করে স্বধাম, ভগবৎ রাজ্যে ফিরে যাওয়া উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও কিছুকাল পৃথিবীতে অবস্থান করলে, তা কেবল জড় জগতের মান-মর্যাদা অনর্থক বর্ধিত করার কারণ হত।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২/১১) শ্রীউদ্ধব বলেছেন, *আদায়ান্তর ধাদ্যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্*" "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর সকলের সম্মুখে তাঁর শাশ্বত স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন, আবার যারা আবশ্যকীয় তপশ্চর্যা না করার ফলে তাঁকে

যথাযথভাবে দর্শন করার অযোগ্য ছিল, তিনি তাঁর স্বরূপ সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টির অগোচর করেছিলেন।" *ভাগবতে* (৩/২/১০) উদ্ধব আরও বলেছেন—

দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্যদসদাশ্রিতাঃ ।
ভ্রাম্যতে ধীর্ন তদ্বাক্যৈরাত্মন্যুপ্তাত্মনো হরৌ ॥

"ভগবানের মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাক্যে কোন অবস্থাতেই পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত ব্যক্তিদের বুদ্ধিভ্রষ্ট করতে পারে না"। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য অন্তর্ধান বিষয়ে উপলব্ধি লাভে চেষ্টাশীল ব্যক্তি বৈষ্ণব আচার্যদের অনুসরণ করলে সহজেই বুঝতে পারবেন যে, ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান পুরুষোত্তম এবং তাঁর দিব্য শরীর এবং তাঁর নিত্য চিন্ময় শক্তির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

শ্লোক ১৪

য এতাং প্রাতরুত্থায় কৃষ্ণস্য পদবীং পরাম্ ।
প্রযতঃ কীর্তয়েদ্ ভক্ত্যা তামেবাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥ ১৪ ॥

যঃ—যে কেউ; **এতাম্**—এই; **প্রাতঃ**—প্রাতঃকালে; **উত্থায়**—গাত্রোত্থান করে; **কৃষ্ণস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **পদবীম্**—গতি; **পরাম্**—পরম; **প্রযতঃ**—যত্ন সহকারে; **কীর্তয়েৎ**—কীর্তন করেন; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **তাম্**—সেই গতি; **এব**—অবশ্যই; **আপ্নোতি**—লাভ করে; **অনুত্তমাম্**—দুরতিক্রম্য।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করে নিয়মিতভাবে যত্ন ও ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য অন্তর্ধান মহিমা এবং তাঁর বৈকুণ্ঠ ধামে প্রত্যাবর্তন লীলা পাঠ করবেন, তিনি অবশ্যই সেই পরম গতি লাভ করবেন।

শ্লোক ১৫

দারুকো দ্বারকামেত্য বসুদেবোগ্রসেনয়োঃ ।
পতিত্বা চরণাবস্রৈর্ন্যষিঞ্চৎ কৃষ্ণবিচ্যুতঃ ॥ ১৫ ॥

দারুকঃ—দারুক; **দ্বারকম্**—দারকায়; **এত্য**—উপনীত হয়ে; **বসুদেব-উগ্রসেনয়োঃ**—বসুদেব এবং উগ্রসেনের; **পতিত্বা**—পতিত হয়ে; **চরণৌ**—চরণ যুগলে; **অস্রৈঃ**—অশ্রুর দ্বারা; **ন্যষিঞ্চৎ**—সিঞ্চিত করেছিলেন; **কৃষ্ণ-বিচ্যুতঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে বঞ্চিত।

অনুবাদ

দ্বারকায় পৌঁছানো মাত্রই দারুক বসুদেব এবং উগ্রসেনের চরণে পতিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হারানোর শোকে ক্রন্দন করে অশ্রু দ্বারা তাঁদের চরণ সিক্ত করেছিল।

শ্লোক ১৬-১৭

কথয়ামাস নিধনং বৃষ্ণীনাং কৃৎস্নশো নৃপ ।
তচ্ছ্রুত্বোদ্বিগ্নহৃদয়া জনাঃ শোকবিমূর্চ্ছিতাঃ ॥ ১৬ ॥
তত্র স্ম ত্বরিতা জগ্মুঃ কৃষ্ণবিশ্লেষবিহ্বলাঃ ।
ব্যসবঃ শেরতে যত্র জ্ঞাতয়ো ঘ্নন্ত আননম্ ॥ ১৭ ॥

কথায়াম্-আস—সে বর্ণনা করেছিল; নিধনম্—বিনাশ; বৃষ্ণীনাম্—বৃষ্ণি বংশীয়গণের; কৃৎস্নশঃ—সম্পূর্ণ; নৃপ—হে পরীক্ষিৎ মহারাজ; তৎ—সেই; শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; উদ্বিগ্ন—উদ্বিগ্ন; হৃদয়াঃ—তাঁদের হৃদয়; জনাঃ—লোকেরা; শোক—শোকের দ্বারা; বিমূর্চ্ছিতাঃ—জ্ঞানহারা হয়ে পড়েন; তত্র—সেখানে; স্ম—বস্তুত; ত্বরিতাঃ—শীঘ্র; জগ্মুঃ—তাঁরা গিয়েছিলেন; কৃষ্ণবিশ্লেষ—কৃষ্ণ বিরহে; বিহ্বলাঃ—বিহ্বল হয়ে; ব্যসবঃ—প্রাণহীন; শেরতে—তাঁরা শয়ন করেন; যত্র—যেখানে; জ্ঞাতয়ঃ—তাঁদের আত্মীয়-স্বজন; ঘ্নন্তঃ—আঘাত করে; আননম্—তাঁদের নিজের মুখে।

অনুবাদ

হে পরীক্ষিৎ, দারুক এইভাবে সমগ্র বৃষ্ণিবংশের পূর্ণ অবলুপ্তির ব্যাপারে বিবরণ প্রদান করলে, তা শ্রবণ করে জনগণের হৃদয় গভীর দুঃখে উন্মত্ত প্রায় হয়ে বেদনায় জড়বৎ হয়ে পড়ে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহানুভূতিতে বিহ্বল হয়ে তাঁরা তাঁদের নিজেদের মুখমণ্ডলে আঘাত হেনে, যে স্থানে তাঁদের আত্মীয়দের শবগুলি শায়িত ছিল, সেই স্থানের উদ্দেশ্যে অতি শীঘ্র গমন করলেন।

শ্লোক ১৮

দেবকী রোহিণী চৈব বসুদেবস্তথা সুতৌ ।
কৃষ্ণরামাবপশ্যন্তঃ শোকার্তা বিজহুঃ স্মৃতিম্ ॥ ১৮ ॥

দেবকী—দেবকী; রোহিণী—রোহিণী; চ—ও; এব—অবশ্যই; বসুদেবঃ—বসুদেব; তথা—সেইসঙ্গে; সুতৌ—তাঁদের পুত্রদ্বয়; কৃষ্ণ-রামৌ—কৃষ্ণ এবং রাম; অপশ্যন্তঃ—দর্শন করতে না পেয়ে; শোক-আর্থাঃ—শোকার্ত হয়ে; বিজহুঃ—হারিয়ে ছিলেন; স্মৃতিম্—তাঁদের চেতনা।

অনুবাদ

দেবকী, রোহিণী এবং বসুদেব তাঁদের পুত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও বলরামের দর্শন না পেয়ে, মহাদুঃখে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, আদি দেবকী, রোহিণী এবং অন্যান্য দ্বারকাবাসী নারীগণ প্রকৃতপক্ষে জড়জাগতিক দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্যভাবে দ্বারকাতেই ছিলেন, এবং যে সমস্ত দেবদেবীগণ দেবকী, রোহিণী আদির আংশিক প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, তাঁরা তাঁদের মৃত-আত্মীয়দের দর্শন করার জন্য প্রভাসে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

প্রাণাংশ্চ বিজহুস্তত্র ভগবদ্‌বিরহাতুরাঃ ।
উপগুহ্য পতীংস্তাত চিতামারুরুহুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

প্রাণান্—তাঁদের প্রাণ; চ—এবং; বিজহুঃ—ত্যাগ করেছিলেন; তত্র—সেখানে; ভগবৎ—পুরুষোত্তম ভগবান থেকে; বিরহ—বিরহের ফলে; আতুরাঃ—বিদীর্ণ; উপগুহ্য—আলিঙ্গন করে; পতীন্—তাঁদের পতি; তাত—প্রিয় পরীক্ষিৎ; চিতাম্—চিতা; আরুরুহুঃ—তাঁরা আরোহণ করেছিলেন; স্ত্রিয়ঃ—স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

ভগবানের বিরহে বিদীর্ণ হয়ে তাঁর পিতামাতা সেই স্থানেই তাঁদের প্রাণ ত্যাগ করেন। প্রিয় পরীক্ষিৎ, যাদব রমণীগণ তাঁদের পতির জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করে, নিজ নিজ মৃত পতিকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

শ্লোক ২০

রামপত্ন্যশ্চ তদ্দেহমুপগুহ্যাগ্নিমাবিশন্ ।
বসুদেবপত্ন্যস্তদ্‌গাত্রং প্রদ্যুম্নাদীন্ হরেঃ স্নুষাঃ ।
কৃষ্ণপত্ন্যোঽবিশন্নগ্নিং রুক্মিণ্যাদ্যাস্তদাত্মিকাঃ ॥ ২০ ॥

রাম-পত্ন্যঃ—ভগবান বলরামের পত্নীগণ; চ—এবং; তৎ-দেহম্—তাঁর দেহ; উপগুহ্য—আলিঙ্গন করে; অগ্নিম্—অগ্নি; আবিশন্—প্রবেশ করেছিলেন; বসুদেব-পত্ন্যঃ—বসুদেবের পত্নীগণ; তৎ-গাত্রম্—তাঁর দেহ; প্রদ্যুম্নাদীন্—প্রদ্যুম্ন এবং অন্যেরা; হরেঃ—ভগবান শ্রীহরির; স্নুষাঃ—পুত্রবধূগণ; কৃষ্ণ-পত্ন্যঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণ; অবিশন্—প্রবেশ করেছিলেন; অগ্নিম্—অগ্নিতে; রুক্মিণী-আদ্যাঃ

—রুক্মিণী আদি রাণীগণ; **তৎ-আত্মিকাঃ**—যাঁদের চেতনা সম্পূর্ণরূপে তাঁর প্রতি মগ্ন ছিল।

অনুবাদ

ভগবান বলরামের পত্নীগণও অগ্নিতে প্রবেশ করে তাঁর দেহ আলিঙ্গন করেছিলেন, এবং বসুদেবের পত্নীগণ তাঁর অগ্নিতে প্রবেশ করে তাঁর দেহকে আলিঙ্গন করেন। ভগবান শ্রীহরির পুত্রবধূগণ এক এক করে প্রদ্যুম্ন আদি নিজ নিজ পতির চিতার অগ্নিতে প্রবেশ করেন। এরপর রুক্মিণীদেবী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণময়ী পত্নীগণ তাঁর অগ্নিতে প্রবেশ করেন।

তাৎপর্য

আমাদের বুঝতে হবে যে, এখানে বর্ণিত শোক সন্তপ্ত দৃশ্যটি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাটকীয় ভৌমলীলার অন্তিম পর্যায়ে ভগবানের মায়াশক্তির আর একটি প্রদর্শন। বাস্তবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যথার্থ শরীর নিয়ে তাঁর নিত্যপার্ষদদের সঙ্গে নিত্যধামে প্রত্যাবর্তন করেন। ভগবানের লীলার এই হৃদয় বিদারক অন্তিম দৃশ্য হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিসৃষ্ট, যে শক্তি তাঁর অভিব্যক্ত লীলার এক আদর্শ নাটকীয় যবনিকা সম্পাদন করেছে।

শ্লোক ২১

অর্জুনঃ প্রেয়সঃ সখ্যুঃ কৃষ্ণস্য বিরহাতুরঃ ।
আত্মানং সান্ত্বয়ামাস কৃষ্ণগীতৈঃ সদুক্তিভিঃ ॥ ২১ ॥

অর্জুনঃ—অর্জুন; **প্রেয়সঃ**—তাঁর প্রিয় ব্যক্তির; **সখ্যুঃ**—বন্ধু; **কৃষ্ণস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **বিরহ**—বিরহের জন্য; **আতুরঃ**—সন্তপ্ত; **আত্মানম্**—নিজেকে; **সান্ত্বয়াম্-আস**—সান্ত্বনা প্রদান করেছিল; **কৃষ্ণগীতৈঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গীত দ্বারা (*ভগবদ্গীতা*); **সৎ-উক্তিভিঃ**—দিব্য বাণীর দ্বারা।

অনুবাদ

অর্জুন তাঁর পরম প্রিয় বন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিকট ভগবান কর্তৃক গীতের মাধ্যমে প্রদত্ত দিব্য বাণী স্মরণ করে নিজেকে সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, অর্জুন *ভগবদ্গীতার* (৭/২৫) এই ধরনের শ্লোক স্মরণ করেছিলেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥

"মূঢ় ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে আমি কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি। তাই, তাঁরা আমার অজ ও অব্যয় স্বরূপকে জানতে পারে না।"

তেমনই, শ্রীল জীব গোস্বামী *ভগবদ্গীতার* একটি শ্লোক (১৮/৬৫) উদ্ধৃত করেছেন—*মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।* "তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। এজন্য আমি তোমার কাছে সত্যই প্রতিজ্ঞা করছি, যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।" তিনি *মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব* থেকেও উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, সেটি নিম্নরূপ—

দদর্শ তত্র গোবিন্দং ব্রহ্মণে বপুষান্বিতম্ ।
তেনৈব দৃষ্ট-পূর্বেণ সাদৃশ্যেনোপসূচিতম্ ॥
দীপ্যমানং স্ব-বপুষা দিব্যৈরস্ত্রৈরুপস্কৃতম্ ।
চক্র প্রভৃতিভির্ঘোরৈ-র্দিব্যৈঃ পুরুষ বিগ্রহৈঃ ॥
উপাস্যমানং বীরেণ ফাল্গুনেন সুবর্চসা ।
যথা স্বরূপং কৌন্তেয় তথৈব মধুসূদনম্ ॥
তাবুভৌ পুরুষ-ব্যাঘ্রৌ সমুদ্বিক্ষ্য যুধিষ্ঠিরম্ ।
যথার্হং প্রতিপেদাতে পূজয়া দেবপূজিতৌ ॥

"যুধিষ্ঠির মহারাজ সেখানে ভগবান গোবিন্দকে তাঁর আদি, স্বয়ং পরম সত্যরূপে দর্শন করেছিলেন। তিনি তাঁকে পূর্বে যেভাবে দর্শন করেছিলেন, সেই সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর নিজরূপ থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি নির্গত হচ্ছিল, এবং তাঁর চক্র আদি দিব্য অস্ত্র সকল নিজ নিজ স্বরূপে ভয়ঙ্করভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। হে কৌন্তেয়, দ্যুতিমান বীর অর্জুন তাঁর আদিরূপে আবির্ভূত হয়ে ভগবান মধুসূদনের উপাসনা করেছিলেন। যখন দেবগণের উপাস্য এই দুই নরসিংহ, যুধিষ্ঠির মহারাজের উপস্থিতি লক্ষ্য করলেন, তখন তাঁরা তাঁর নিকট গমন করে যথাযথ শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর পূজা করেন।"

শ্লোক ২২

বন্ধূনাং নষ্টগোত্রাণামর্জুনঃ সাম্পরায়িকম্ ।
হতানাং কারয়ামাস যথাবদনুপূর্বশঃ ॥ ২২ ॥

বন্ধূনাম্—আত্মীয়দের; **নষ্ট-গোত্রাণাম্**—যাদের অবশিষ্ট কোন ঘনিষ্ট পারিবারিক সদস্য ছিল না; **অর্জুনঃ**—অর্জুন; **সাম্পরায়িকম্**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **হতানাম্**—নিহতদের; **কারয়াম্ আস**—সম্পাদন করেছিলেন; **যথাবৎ**—বেদের বিধান অনুসারে; **অনুপূর্বশঃ**—নিহতদের জ্যেষ্ঠানুসারে।

অনুবাদ

তারপর অর্জুন, যে পরিবারের কোন পুরুষ সদস্য অবশিষ্ট ছিল না, তাঁদের মৃত ব্যক্তিগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, সেই বিষয়ে তত্ত্বাবধান করলেন। তিনি একের পর এক প্রত্যেক যদুবংশীয় সদস্যের জন্য প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করলেন।

শ্লোক ২৩

দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ ।
বর্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্ ॥ ২৩ ॥

দ্বারকাম্—দ্বারকা; **হরিণা**—ভগবান শ্রীহরি কর্তৃক; **ত্যক্তাম্**—পরিত্যক্ত; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **অপ্লাবয়ৎ**—প্লাবিত; **ক্ষণাৎ**—তৎক্ষণাৎ; **বর্জয়িত্বা**—বাদ রেখে; **মহারাজ**—হে রাজন; **শ্রীমৎ-ভগবৎ**—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের; **আলয়ম্**—নিবাস।

অনুবাদ

হে রাজন, পরম পুরুষোত্তম ভগবান যেই মাত্র দ্বারকা পরিত্যাগ করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিবাসস্থান প্রাসাদটি ব্যতীত সমস্ত দিক সমুদ্রের জলে প্লাবিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, ভগবানের ধামের বাহ্যিক অভিব্যক্তি সমুদ্রের দ্বারা আবৃত হয়েছিল, কিন্তু জড় ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে অবস্থিত ভগবানের নিত্য দ্বারকা নিঃসন্দেহে জাগতিক সমুদ্রের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। দ্বারকা নির্মিত হয়েছিল দেবগণের স্থপতি বিশ্বকর্মা কর্তৃক এবং সুধর্মা সভাগৃহটি স্বর্গ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেই নগরে সম্ভ্রান্ত যাদবগণের অনেক সুন্দর সুন্দর এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত নিবাস গৃহ ছিল, আর তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর নিবাসটি ছিল সেই পরমেশ্বর ভগবানের। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, এমনকি বর্তমান যুগেও যে সমস্ত লোক আদি দ্বারকার নিকটে বাস করেন, তাঁরা কখনও কখনও সমুদ্রের মধ্যে সেই দৃশ্য অনুভব করে থাকেন। ভগবানের পার্ষদ ও ধাম হচ্ছে নিত্য, এবং যিনি এই ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার যোগ্য পাত্র।

শ্লোক ২৪

নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ ।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ॥ ২৪ ॥

নিত্যম্—নিত্য; সন্নিহিতঃ—বর্তমান; তত্র—সেখানে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; মধুসূদনঃ—মধুসূদন; স্মৃত্যা—স্মরণ করে; অশেষ-অশুভ—যা কিছু অশুভ; হরম্—হরণকারী; সর্ব-মঙ্গল—সর্ব মঙ্গলময় বস্তুর; মঙ্গলম্—পরম মঙ্গলময়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমধুসূদন দ্বারকায় নিত্য বর্তমান। সমস্ত মঙ্গলময় স্থানের মধ্যে এটি পরম মঙ্গলময়, এবং কেবলমাত্র তার স্মরণ করলে সমস্ত কলুষ বিনষ্ট হয়।

শ্লোক ২৫

স্ত্রীবালবৃদ্ধানাদায় হতশেষান্ ধনঞ্জয়ঃ ।
ইন্দ্রপ্রস্থং সমাবেশ্য বজ্রং তত্রাভ্যষেচয়ৎ ॥ ২৫ ॥

স্ত্রী—স্ত্রীলোকগণ; বাল—শিশুরা; বৃদ্ধান্—এবং বয়স্করা; আদায়—সঙ্গে নিয়ে; হত—নিহতদের, শেষান্—জীবিত ব্যক্তিগণ; ধনঞ্জয়ঃ—অর্জুন; ইন্দ্রপ্রস্থম্—পাণ্ডবদের রাজধানীতে; সমাবেশ্য—ব্যবস্থাপনা করে; বজ্রম্—অনিরুদ্ধপুত্র বজ্র; তত্র—সেখানে; অভ্যষেচয়ৎ—অভিষিক্ত করেন।

অনুবাদ

নারী, শিশু এবং বৃদ্ধগণ—যদুবংশের যাঁরা তখনও জীবিত ছিলেন, অর্জুন তাঁদেরকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন, সেখানে তিনি যদুবংশের শাসকরূপে বজ্রকে অভিষিক্ত করেন।

শ্লোক ২৬

শ্রুত্বা সুহৃদ্বধং রাজন্নর্জুনাৎ তে পিতামহাঃ ।
ত্বাং তু বংশধরং কৃত্বা জগ্মুঃ সর্বে মহাপথম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; সুহৃৎ—তাঁদের বন্ধুদের; বধম্—মৃত্যু; রাজন্—হে রাজন; অর্জুনাৎ—অর্জুনের নিকট থেকে; তে—তোমার; পিতামহাঃ—পিতামহগণ (যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ); ত্বাম্—তোমাকে; তু—এবং; বংশ-ধরম্—বংশধর; কৃত্বা—করে; জগ্মুঃ—তাঁরা প্রস্থান করেছিলেন; সর্বে—তাঁরা সকলে; মহা-পথম্—মহাপ্রস্থানের জন্য।

অনুবাদ

হে প্রিয় রাজন, তোমার পিতামহগণ অর্জুনের নিকট থেকে তাঁদের মিত্রগণের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে তোমাকে বংশধররূপে প্রতিষ্ঠিত করে, এই পৃথিবী থেকে প্রস্থান করার জন্য গমন করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

য এতদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ কর্মাণি জন্ম চ ।
কীর্তয়েচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্যঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৭ ॥

যঃ—যে; এতৎ—এই সমস্ত; দেবদেবস্য—দেবগণেরও প্রভু; বিষ্ণোঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; কর্মাণি—কার্যাবলী; জন্ম—জন্ম; চ—এবং; কীর্তয়েৎ—কীর্তন করেন; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা সহকারে; মর্ত্যঃ—মনুষ্য; সর্ব পাপৈঃ—সমস্ত পাপ থেকে; প্রমুচ্যতে—সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি সমস্ত দেবগণেরও প্রভু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিভিন্ন লীলা এবং অবতারগণের মহিমা শ্রদ্ধাসহকারে কীর্তন করেন তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবেন।

শ্লোক ২৮

ইত্থং হরের্ভগবতো রুচিরাবতার-
বীর্যাণি বালচরিতানি চ শন্তমানি ।
অন্যত্র চেহ চ শ্রুতানি গৃণন্মনুষ্যো
ভক্তিং পরাং পরমহংসগতৌ লভেত ॥ ২৮ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; হরেঃ—ভগবান শ্রীহরির; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; রুচির—আকর্ষণীয়; অবতার—অবতারগণের, বীর্যাণি—বীরত্ব; বাল—শৈশব; চরিতানি—লীলাসকল; চ—এবং; সম্-তমানি—পরম মঙ্গলময়; অন্যত্র—অন্যত্র; চ—এবং; ইহ—এখানে; চ—ও; শ্রুতানি—শ্রুত; গৃণন্—স্পষ্টরূপে কীর্তন; মনুষ্যঃ—মানুষ; ভক্তিম্—ভক্তি; পরাম্—দিব্য; পরম-হংস—পরমহংসের; গতৌ—গতির জন্য (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ); লভেত—লাভ করবেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বাকর্ষক অবতারগণের সর্বমঙ্গলময় বীর্যগাথা এবং তাঁর শৈশবলীলা শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। যে কেউ তাঁর

লীলা কথা স্পষ্ট রূপে কীর্তন করবেন, তিনি পরমহংসগণের গতি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য প্রেমভক্তি লাভ করবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান' নামক একত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ইংরেজী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ভাষ্য ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে মার্চ শুক্রবার দক্ষিণ আমেরিকার তীর্থস্থান নিউ গোকুল, সাও পাউলো, ব্রাজিলে সম্পূর্ণ হয়।

একাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত